Islamic Online Madrasha

Manda, Mugda, Dhaka, Bangladesh

কুরআন-হাদিসের আলোকে দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদের ও বালা-মুসিবত বৃদ্ধির

Submitted By

Md. Arman Mia
Batch-202
Roll:- 1552

Submitted To

Ustaz Abdul Wahid

Subject: RAM 302

সূচীপত্র

পূর্বকথা....................2

ভূমিকা....................3

ফিতনা ফাসাদ কি?....................4

ফিতনা ফাসাদ এর কুফল?....................4

ফিতনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক....................6

কিয়ামতের আগের ভয়াবহ ফিতনা সমূহঃ....................8

ফিতনার যুগ : ফিতনা থেকে বাঁচব কীভাবে?....................14

বালা-মুসিবত....................17

বালা-মুছীবতের কারণ সমূহ :....................17

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ....................19

ক. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয়....................19

খ. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয় :....................24

পূর্বকথা

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহিম

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণের ওপর।

শুকরিয়া আদায় করছি মহান রবের যিনি অযোগ্যতা থাকা স্বত্বেও কুরআন-হাদিসের আলোকে দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদের ও বালা-মুসিবত বৃদ্ধির পাওয়ার কারণ সমূহ এর উপর এসাইনমেন্ট তি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

লেখালেখির পূর্বভ্যাস এবং নিজের কমতির না থাকার কারণে ভুল-ত্রুটি, অসংগতি থাকতে পারে। এসাইনমেন্ট চেষ্টা করেছি নির্ভুল এবং অর্থবহ করার চেষ্টা করেছি তারপর ও কোন অংশে অসংগতি বা ভুল পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে অবগত করলে চির কৃতঘ্য থাকব।

দোয়ার মুহতাজঃ

মোঃ আরমান মিয়া

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, এই এসাইনমেন্টটি মূলত অনলাইন কেন্দ্রিক বিভিন্ন রিসোর্সের কুরআন হাদিসে আলোকে তৈরি করা বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে সংগ্রহ করা একটি ছোট উপস্থাপনা। বর্তমান যামানা ফিতনা ফাসাদের যামানা ফিতনা থেকে বাঁচতে ফিতনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য জরুরী বিবেচনা করে ফিতনা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যাতে ফিতনার সময় করনীয় কি তা জানতে পারি এবং ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। আল্লাহ তাআলা এ চেষ্টাকে কবুল করুন এবং পাঠকদের এ দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন।

ফিতনা ফাসাদ কি?

ফিতনা ও ফাসাদ উভয়টি আরবি শব্দ। ফিতনা (اَلْفِتْنَةُ) অর্থ অরাজকতা বিশৃঙ্খলা কলহ ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ফিতনা ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি বুঝায়। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা ফাসাদ। মানবসমাজে ভয় ভীতি অত্যাচার অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করা যায়। এরূপ অস্তিতিশীল পরিস্থিতিই ফিতনা ফাসাদ।

সন্ত্রাস ছিনতাই রাহাজানি গুম খুন অপহরণ জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ফিতনা ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন কলহ ষড়যন্ত্র যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি ও ফিতনা ফাসাদের অন্যরূপ।

ফিতনা ফাসাদ এর কুফল?

ইসলাম শান্তির ধর্ম সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবন ব্যবস্থা। এতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কোন স্থান নেই। বরং ঐক্য ভ্রাতৃত্ব মৈত্রী উদারতা পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলামের সকল আচার আচরণ বিধি বিধান বিজ্ঞানসম্মত ও সৌন্দর্যমন্ডিত। জামাআতে সালাত আদায় এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধনী গরিব রাজা প্রজা সাদা কালো সবাই সারিবদ্ধভাবে এক ইমামের নেতৃত্বে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়।

সকলে একই সাথে রুকু সিজদাহ করে সালাত আদায় করে। এতে শৃঙ্খলাহীনতার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য বিধি বিধানও তদ্রূপ। এমনকি এ গোটা মহাবিশ্বও আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত সুশৃঙ্খল পন্থায় পরিচালিত। কোথাও কোনরূপ অরাজকতা ও অবস্থাপনা নেই।

আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনও এরূপ শৃঙ্খলাপূর্ণ হওয়া উচিত। এটাই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু ফিতনা ফাসাদ এ লক্ষ্য পূরণের প্রধান অন্তরায়। ফিতনা ফাসাদের ফলে জীবনের সর্বস্তরেই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

যে সমাজে ফিতনা ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোন নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ

নিজ ধর্ম পালন করতে পারে না। শিক্ষা দীক্ষা ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না।

ফিতনা ফাসাদ সমাজে ভয় ভীতি ও আতঙ্কের জন্ম দেয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। এককথায় ফিতনা ফাসাদের ফলে সমাজে ও দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। শান্তি ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বস্তুত ফিতনা ফাসাদ অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে সকল অন্যায় অত্যাচারের দরজা খুলে যায়। অরাজক পরিস্থিতিতে অসৎ মানুষেরা সব ধরনের পাপ কাজের সুযোগ পায়। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেনঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّمِنَ الْقَتْلِ

অর্থঃ "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।" (সূরা আল বাকারা আয়াত ১৯১)। ফিতনা ফাসাদ সমাজে অনৈতিকতার জন্ম দেয় নিন্দনীয় চরিত্র চর্চার প্রসার ঘটনা। ফিতনা ফাসাদ সমাজের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে।

ফিতনা ফাসাদ সম্পর্কে ইসলামি বিধান?

ফিতনা ফাসাদ সম্পূর্ণরূপে ইসলামি আদর্শের বিরোধী। এটি হারাম বা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ

وَلَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَاِصْلَا حِهَا

অর্থ: "পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল আরাফ আয়াত ৫৬)।

পৃথিবীতে ফিতনা ফাসাদ মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ তার অন্যায় ও মন্দকর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে নানা ধরনের ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে। যারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে তারা খুবই জঘন্য চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা তাদের ঘৃণাকরেন। তিনি বলেনঃ

وَلَاتَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ٥

অর্থঃ "তুমি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করতে চাইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আলকাসাস আয়াত ৭৭)।

মানবজীবনে ফিতনা ফাসাদের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা সদাসর্বদা এ থেকে বেঁচে থাকবন উত্তম গুণাবলির অনুসরণ ও সৎকর্মের মাধ্যমে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করব। যেকোনো প্রকার সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও অরাজকতার বিরুদ্ধে সকলে মিলে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

ফিতনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক

মানুষ হত্যার চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে? আল্লাহতায়ালা কোরআন মজিদে বলেছেন, যে ব্যক্তি অপর কোনো মুসলমানকে হত্যা করে তার কোনো ক্ষমা নেই; তাকে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। মুসলমান বলতে সেখানে শান্তিপ্রিয় বা নিরপরাধ মানুষ বোঝানো হয়েছে; কোনো সাম্প্রদায়িক ধারণার মাধ্যমে সেখানে মুসলিম-অমুসলিম ফারাক করার সুযোগ নেই।

মানুষ হত্যা আল্লাহর দৃষ্টিতে এবং মানবসভ্যতার দৃষ্টিতে দৃশ্যত সবচেয়ে বড় পাপ। ভুলবশত কেউ নিহত হলে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মধ্যেমে মুক্তিলাভের একটা ব্যবস্থা ইসলামে অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে মুক্তিরকোনো ব্যবস্থা নেই।

আল্লাহতায়ালা মানব সমাজকে আরো একটি বিপর্যয় সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন। বলা হয়েছে, ফিতনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক। ফিতনা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে কলহ-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি, ভুল বোঝাবুঝি বা বিপথগামিতা। ফিতনা থেকে শুরু হয় অনৈক্য; বিশৃঙ্খলা, বিবাদ, সংঘর্ষ, হত্যাকাণ্ড ও সামাজিক বিপর্যয়। ইসলামের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিশেষ করে ধর্ম নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি সম্পর্কে উম্মতকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করেছেন। মহানবী (সা.) সারাজীবন তার সাহাবীদের নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে বিরুদ্ধবাদী মুশরেক কাফেরদের বিরুদ্ধে জীবনপণ লড়াই করে গেছেন। কিন্তু ধর্মের নামেও যে ফিতনা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে-- এ সন্দেহ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। তাই তিনি পরবর্তী উম্মতকে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন এবং ফিতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন।

আজ মুসলিম সমাজ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম ধর্মের নামে চরমপন্থি জঙ্গিবাদী সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র এবং বাংলাদেশের মতো সহনশীল মুসলিম সমাজের ভেতরেও সৃষ্টি হয়ে গেছে ইসলামী জঙ্গিবাদী। আসলে এরা ইসলামী জঙ্গিবাদী নয় ইসলামবিরোধী জঙ্গিবাদী। ইসলামের অনুসারী কখনো জঙ্গিবাদী হতে পারে না। জঙ্গিবাদী যে হয় সে জন্মসূত্রে মুসলমান হলেও ইসলামবিরোধী। মুসলিম সমাজের এখন কর্তব্য হবে এদের ইসলাম থেকে খারিজ করে দেখা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করা।

জঙ্গিবাদীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এমনকি আত্মঘাতী হয়ে মানুষ হত্যা করছে। হত্যাকাণ্ড যে ঘটানো হচ্ছে, এটি এক মহাপাপ কর্ম। কিন্তু এর চেয়েও বড় পাপ কর্ম হচ্ছে এরা যে ফিতনা সৃষ্টি করছে সেটা। ধরা যাক, এরা যদি

এখন মানুষ হত্যা থেকে বিরত হয়ে ফিতনা সৃষ্টির অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে তবে বলা যাবে না যে এরা সৎপথে ফিরে এসেছে। সৎপথে ফিরে আসতে হলে ফিতনা সৃষ্টির মতবাদ থেকেই তাদের ফিরে আসতে হবে। তাদের ঘটানো হত্যাকাণ্ডগুলোই কেবল মূল সমস্যা নয়, তাদের সৃষ্টি করা ফিতনাও মূল সমস্যা।

ইসলাম থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী এসব জঙ্গিবাদী যেসব কথা প্রচার করে ফিতনা সৃষ্টি করছে এর প্রধানতম একটা হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট আইন ও বিচারব্যবস্থা ধ্বংস করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এটা অত্যন্ত মারাত্মক এক বিভ্রান্তি। এত বড় বিভ্রান্তি মুসলিম সমাজের ইতিহাসে এর আগে আর কখনো সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ নিজেদের সমাজ সভ্যতার শান্তি-শৃঙ্খলা ও কল্যাণের জন্য যে আইন সৃষ্টি করেছে সেই আইন যতক্ষণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে ততক্ষণ সেটাই তো আল্লাহর আইন। মানুষ আইন তৈরি করে প্রয়োজনে বদলায় বা সংস্কার করে এবং তা করে সার্বভৌম রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নিয়ম অনুযায়ী। আল্লাহতায়ালা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। সেটা তো মানুষকেই করতে বলেছেন। মানুষ যখন তা করে তখন সেটাই আল্লাহর আইন। মানবসভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আইন-কানুন ও আদালতসহ বিচার ব্যবস্থার বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ উন্নতি আল্লাহ প্রদত্ত দিকনির্দেশনার অনুকূলই শুধু নয়, বরং এটাই আল্লাহর নির্দেশ। কোরআন মজিদে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কতিপয় অপরাধ এবং সেগুলোর জন্য প্রচলিত কয়েকটি শাস্তির বিধানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন মুসলিম সমাজের বিচারব্যবস্থাও কি এ কয়টি বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? তা ছিল না। আর আধুনিক উন্নত সমাজে আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থার যে বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছে সেগুলো হয় ইসলামের মৌল দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করে অথবা চিরন্তন ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বিকশিত হয়েছে। আইন সব সময়ই মহান ধর্মগুলোর সারবত্তাকে ধারণ করার চেষ্টা করেছে। সমাজ সভ্যতার বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে আইন ও বিচার ব্যবস্থার এ বিকাশ সাধিত হয়েছে। এখন যারা বলছে এ আইন ও বিচারব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে তারা মূর্খ। মানবসভ্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা এদের নেই। আর তারা যে আল্লাহর আইনের কথা বলছে, তারা জানে না আল্লাহর আইন বলতে কী বুঝায়।

ফিতনা সৃষ্টির জন্য তারা আরো যেসব ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে এর মধ্যে আরেকটি হলো ইসলামী শাসন কায়েম। এ প্রচারণাও মারাত্মক বিভ্রান্তিকর। সাধারণ মুসলমানকে এ ধরনের প্রচারণায় বিভ্রান্ত করা সম্ভব। কিন্তু তথাকথিত এসব ইসলামী শাসনবাদীরা এতটাই মূর্খ যে তারা জানে না সমাজ সভ্যতা ও শাসন আসলে কী? ইসলাম কি সে সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা নেই। এ মূর্খদের গুরুরা আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনের নামে তালেবান শাসন কায়েম করেছিল। এর ফলে বিশ্বব্যাপী তথাকথিত ইসলামী শাসনের চেহারা কিছুটা দেখেছেন। বাংলাদেশের কিছু মানুষকে এ ধরনের ইসলামী শাসনের কথা বলে বিভ্রান্ত করা যাবে। তবে পুরো জাতিকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিবাদীদের নিয়ে বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই বিভ্রান্তির ধূম্রজাল অনেক বড় করে ফেলা হয়েছে। এখন আমাদের মনে রাখতে হবে, এ বিষয়টা ইতিমধ্যেই ঘটে যাওয়া কতিপয় সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ডের

চেয়েও অনেক বড়। বিভ্রান্তি যদি আরো বাড়িয়ে তোলা হয়, ফিতনার দিকে যদি জাতিকে আরো ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি হবে অনেক বেশি মারাত্মক।

কিয়ামতের আগের ভয়াবহ ফিতনা সমূহঃ

প্রিয় নবী (সা.) স্বীয় উম্মতদের ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। রাসুল (সা.)-এর বিভিন্ন হাদিসে ফিতনার বিভিন্ন আলামত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে এ ধরনের কিছু হাদিস তুলে ধরা হলো।

ইলম উঠে যাওয়া

ইলম উঠে যাওয়া কিয়ামতের অন্যতম আলামতগুলোর একটি। পাশাপাশি এটি উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ একটি ফিতনা। মানুষ আলেমদের অবমূল্যায়ন করতে শুরু করবে। ফলে প্রকৃত ইলম আস্তে আস্তে উঠে যাবে। মানুষ বিভ্রান্ত হতে থাকবে। সবাই নিজেকে আল্লামা ভাবতে শুরু করবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, অবশ্যই কিয়ামতের আগে এমন একটি সময় আসবে যখন সব জায়গায় মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। (বুখারি, হাদিস : ৭০৬২)

মুসলমানদের মধ্যে লড়াই

বর্তমানে রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত কারণে মুসলমানরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। একে অপরকে দমানোর জন্য সব পদক্ষেপই গ্রহণ করে বসে। রাসুল (সা.) মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে এমন বিবাদে জড়ানো ফিতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আহনাফ ইবনে কায়স (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সিফফিনের যুদ্ধে) এক ব্যক্তিকে (আলী রা.)-কে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবু বাকরাহ্ (রা.)-এর সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন, 'ফিরে যাও। কারণ আমি আল্লাহর রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে দুজন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সেও তার সাথিকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।' (বুখারি, হাদিস : ৩১)

হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়া

শুধু তাই নয়, রাসুল (সা.) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে কি দোষে সে অন্যকে হত্যা করেছে এবং

নিহত লোকও জানবে না যে কি দোষে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে এমন অত্যচার হবে? তিনি জবাবে বললেন, সে যুগটা হবে হত্যার যুগ। এরূপ যুগের হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামি হবে। (মুসলিম, হাদিস : ৭১৯৬)

প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও বড় বড় দালান

ফিতনার যুগে প্রযুক্তিগত দিক থেকে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। বড় বড় দালানকোঠা হবে, পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করা হবে। যা বর্তমানে আমরা খুব স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই দেখছি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, যখন মক্কা শরিফের টিলার উদর বিদীর্ণ করা হবে আর নির্মিত ভবনগুলো মক্কা শহরের পাহাড়গুলোর চেয়ে উঁচু হবে তখন মনে কর ফিতনার সময় সন্নিকটে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৭/৪৬১)

পূর্বেকার হাদিসের ব্যাখ্যাকাররা আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখন তো মক্কা শরিফ পাথুরে ভূমি এবং পাহাড়ি এলাকা, তবে ভবিষ্যতে কোনো কালে আল্লাহ তাআলা এ শহরে নদী এবং খাল-বিল সৃষ্টি করবেন। কিন্তু আজকের সুরঙ্গ পথগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, কিভাবে মক্কা নগরীর টিলাগুলো বিদীর্ণ করা হয়েছে। আর উঁচু বিল্ডিং নির্মাণের দিক থেকে পৃথিবী এতটাই এগিয়েছে যে মানুষ এখন স্বপ্ন দেখছে আকাশের কোনো একটি গ্রহাণু থেকে ঝুলন্ত বিল্ডিং নির্মাণ করবে। নিউ ইয়র্কের ক্লাউডস আর্কিটেকচার নামের একটি সংস্থা এই বিল্ডিং তৈরির ধারণা দিয়েছে। এরই মধ্যে দুবাই এ ধরনের একটি বিল্ডিং তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়। এখান থেকে বোঝা যায়, আমরা হয়তো ফিতনার কম নিকটে আছি বা ফিতনার যুগেই আছি।

রাসুল (সা.)-এর যে সকল হাদিসে আগত ফিতনাসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মুসলমানদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত। হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ. ‘হাদিসের দৃষ্টিতে বর্তমান যুগ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি ফিতনার যুগ সম্পর্কিত প্রায় সব হাদিস একত্র করেছেন। তাতে তিনি এমন একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যাতে রাসুল (সা.) ফিতনার যুগের বাহাত্তরটি আলামত বলেছেন। হাদিসটি পড়ুন এবং আজকের অবস্থা মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন, আজকের অবস্থার সঙ্গে হাদিসের বক্তব্যের কি চমৎকার মিল!

বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত স্কলার জাস্টিস আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি তাঁর একটি লেকচারে বিভিন্ন হাদিসের আলোকে ফিতনার বাহাত্তরটি নিদর্শন উল্লেখ করেন। নিম্নে সেগুলো তুলো ধরা হলো।

হজরত হুজায়ফা (রা.) বলেন, কিয়ামতের আগে বাহাত্তরটি বিষয় প্রকাশ পাবে :

১. লোকেরা নামাজে ডাকাতি করবে। অর্থাৎ নামাজের প্রতি মানুষের একদম গুরুত্ব থাকবে না। এ কথাটি আজকের যুগে এতটা আশ্চর্যের নয়। কারণ এ যুগে বেশির ভাগ মুসলমানের মাঝেই নামাজের গুরুত্ব নেই। রাসুল (সা.) যখন এ কথা বলেছিলেন তখন নামাজ ঈমান এবং কুফুরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় ছিল। সে যুগে

একজন মুসলমান যত খারাপই ছিল না কেন, যত মারাত্মক বদকার ও ফাসেকই ছিল না কেন, তারা কিছুতেই নামাজ ছাড়ত না। সে যুগে রাসুল (সা.) এ কথাটি বলেছিলেন। তখন মানুষ নামাজ ছাড়ার কল্পনাও করতে পারত না। ২. আমানতের খেয়ানত করবে। অর্থাৎ তাদের কাছে আমানতরূপে যা কিছু রাখা হবে তা তারা আত্মসাৎ করবে। ৩. সুদের লেনদেন করবে। ৪. মিথ্যা কথা বলাকে হালাল মনে করবে। অর্থাৎ মিথ্যা বলতে পারাকে একটি দক্ষতা ও যোগ্যতা মনে করা হবে। ৫. সামান্য বিষয়ে রক্তপাত করবে এবং অন্যের প্রাণ সংহার করবে। ৬. উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করবে। ৭. দীন বিক্রি করে দুনিয়া উপার্জন করবে। ৮. আত্মীয়দের সঙ্গে বাজে আচরণ করবে। ৯. ইনসাফ উঠে যাবে। ১০. মিথ্যা সত্যতে পরিণত হবে। ১১. রেশমি পোশাক পরিধান করা হবে। ১২. জুলুম-অত্যাচার ব্যাপকরূপ লাভ করবে। ১৩. তালাকের আধিক্য হবে। ১৪. আকস্মিক মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। ১৫. দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সেলাক মনে করা হবে। ১৬. সেলাকদের দুর্নীতিপরায়ণ মনে করা হবে। ১৭. মিথ্যাকে সত্য মনে করা হবে। ১৮. সত্যকে মিথ্যা বলা হবে। ১৯. অপবাদ আরোপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ২০. বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ উষ্ণ থাকবে। ২১. লোকেরা সন্তান লাভের পরিবর্তে সন্তান নেওয়াকে অপছন্দ করবে। অর্থাৎ সন্তান লাভের জন্য মানুষ যেভাবে দোয়া করে তার পরিবর্তে সন্তান না হওয়ার জন্য দোয়া করবে এবং বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করবে। যেমন, আজকাল পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।' ২২. নীচ লোকেরা সম্পদশালী হবে এবং অত্যন্ত বিলাসী জীবনযাপন করবে। ২৩. ভদ্রলোকেরা নিগৃহীত হবে। ২৪. রাষ্ট্রপ্রধান, শাসকবর্গ ও মন্ত্রিপরিষদ এবং তাদের সমর্থক ও সহযোগীরা মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং সকাল-বিকেল মিথ্যা কথা বলবে। ২৫. আমানতদার ব্যক্তি খেয়ানত করবে। ২৬. নেতৃবর্গ জালেম ও অত্যাচারী হবে। ২৭. আলেম এবং কারি বদকার হবে। অর্থাৎ আলেম এবং পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতকারী লোকজনও বদকার ও ফাসেক হবে। ২৮. লোকেরা জীবজন্তুর চামড়া দ্বারা তৈরি উন্নতমানের পোশাক পরবে। ২৯. কিন্তু তাদের দিলগুলো মৃত জন্তুর চেয়ে বেশি দুর্গন্ধময় হবে। ৩০. এবং পাথরের চেয়ে বেশি কঠিন হবে। ৩১. স্বর্ণ সুলভ হবে। ৩২. রুপার মূল্য বেড়ে যাবে। ৩৩. গুনাহর পরিমাণ বেড়ে যাবে। ৩৪. জানমালের নিরাপত্তা কমে যাবে। ৩৫. কোরআন শরিফকে সজ্জিত করা হবে। ৩৬. মসজিদকে কারুকার্যময় করা হবে। ৩৭. উঁচু উঁচু সৌধ নির্মিত হবে। ৩৮. হৃদয়গুলো উজাড় হবে। ৩৯. ব্যাপকভাবে মদ পান করা হবে। ৪০. শরিয়তের দণ্ডবিধিকে অকার্যকর করা হবে। ৪১. দাসী স্বীয় মুনিবকে জন্ম দিবে। অর্থাৎ মেয়ে মায়ের ওপর কর্তৃত্ব করবে এবং এরূপ ব্যবহার করবে, যেরূপ মুনিব দাসীর সঙ্গে ব্যবহার করে। ৪২. একসময় যারা খালি পায়ে ও উন্মুক্ত দেহে চলাফেরা করত, এরূপ নীচু শ্রেণির লোকেরা দেশের শাসক বনে যাবে। ৪৩. পুরুষ ও মহিলা যৌথভাবে ব্যবসা করবে। মহিলারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। ৪৪. পুরুষরা মহিলাদের বেশভূষা ধারণ করবে। ৪৫. মহিলারা পুরুষদের বেশভূষা ধারণ করবে। দূর থেকে দেখে বোঝা যাবে না, এটা পুরুষ না মহিলা। ৪৬. গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা হবে। শপথ

শুধু আল্লাহর নামে এবং কোরআনের ওপর বৈধ, অন্য কোনো কিছুর নামে শপথ করা হারাম। কিন্তু ফিতনার যুগে মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসের নামেও শপথ করবে।

৪৭. মুসলমানরাও নির্দ্বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত থাকবে। ৪৮. শুধু পরিচিত লোকদের সালাম দেওয়া হবে। অথচ রাসুল (সা.)-এর শিক্ষা হলো : তুমি যাকে চেন তাকেও সালাম কর এবং যাকে তুমি চেন না তাকেও সালাম কর (বুখারি, হাদিস : ১২)। বিশেষ করে পথ চলার সময় পথে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাদের সকলকে সালাম করা উচিত। কিন্তু গমনাগমনকারী লোকদের সংখ্যা অনেক বেশি হলে এবং সালামের কারণে নিজের কাজে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন সালাম না দেওয়ারও অবকাশ আছে। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন গমনাগমনকারীদের সংখ্যা এক-দুজন হলেও সালাম দেওয়া হবে না; সালামের রেওয়াজ একবারেই উঠে যাবে। ৪৯. দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে দ্বিনী ইলম শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষা অর্জনকারীদের উদ্দেশ্য হবে এর মাধ্যমে আমাদের ডিগ্রি লাভ করা, চাকরি পাওয়া, পয়সা উপার্জন করা এবং সম্মান ও খ্যাতি অর্জিত হওয়া। ৫০. আখেরাতের কাজের দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করা হবে। ৫১. জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করা হবে। ৫২. আমানতের মালকে লুটের মাল মনে করা হবে। ৫৩. জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে। ৫৪. সমাজের সবচেয়ে নীচ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে লোকেরা নিজেদের নেতা বানাবে। ৫৫. মানুষ নিজের পিতার অবাধ্যতা করবে। ৫৬. এবং মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে। ৫৭. বন্ধুদের ক্ষতি করতে দ্বিধা করবে না। ৫৮. স্ত্রীর আনুগত্য করবে। ৫৯. বদকার লোকেরা মসজিদে শোরগোল করবে। ৬০. গায়িকা মহিলাদের সম্মান করা হবে। অর্থাৎ যে মহিলারা গানবাজনার পেশায় থাকবে তাদের সম্মানের চোখে দেখা হবে। ৬১. বাদ্যযন্ত্র এবং বাজনার বিভিন্ন উপকরণকে বিশেষ যত্ন করা হবে। ৬২. মদের দোকান বেড়ে যাবে। ৬৩. জুলুম-অত্যাচার করাকে গর্বের বিষয় মনে করা হবে। ৬৪. আদালতে ন্যায়বিচার বিক্রি হবে। অর্থাৎ বিচারপ্রার্থী ন্যায়ের ওপর হলেও পয়সা দিয়ে রায় নিজের পক্ষে নিতে হবে। ৬৫. পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ৬৬. পবিত্র কোরআন গানের সুরে তিলাওয়াত করা হবে। কোরআনকে বোঝার জন্য অথবা সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করা হবে না। ৬৭. হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করা হবে। ৬৮. উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা প্রথম যুগের লোকদের ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করবে। তাদের সমালোচনা করবে এবং বলবে, তারা এই এই কথা ভুল বলেছে। আজকের যুগে দেখা যায়, উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাত সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে অনেকে বেয়াদবি করছে। যাঁদের মাধ্যমে আমরা দ্বিন পেয়েছি, তাঁদেরকে বেকুব, মূর্খ ও ধর্মান্ধ বলছে। ৬৯. হয়তো তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে লালবর্ণের তুফান আসবে। ৭০. অথবা ভূমিকম্প আসবে। ৭১. অথবা লোকদের চেহারা বিকৃত হবে। ৭২. অথবা আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে। কিংবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অন্য কোনো আজাব আসবে।

এসব আলামত নিয়ে একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে আমাদের সমাজে প্রতিটি আলামত বিদ্যমান এবং সমাজে বর্তমানে যে অশান্তি বিরাজ করছে তা মূলত ওপরে বর্ণিত বদআমলগুলোরই ফল। আর এ কারণেই আমাদের ওপর বিপদাপদের পাহাড় ভেঙে পড়ছে।

হজরত আলী (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন আমার উম্মতের মাঝে বারোটি (কোনো কোনো বর্ণনায় পনেরোটি) কাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে তখন তাদের ওপর মসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়বে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, কাজগুলো কী? উত্তরে রাসুল (সা.) বলেন :

১. যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদকে লুটের মাল মনে করা হবে। ২. যখন আমানতের মালকে লুটের মাল মনে করা হবে এবং তাতে খেয়ানত করবে। ৩. যখন লোকেরা জাকাতকে জরিমানা এবং ট্যাক্স মনে করবে। ৪. মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্যতা করবে অর্থাৎ মানুষ স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মাকে অসন্তুষ্ট করবে। ৫. মানুষ বন্ধুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং বাবার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবে অর্থাৎ বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে কিন্তু বাবার সঙ্গে রূঢ় ও কঠোর আচরণ করবে। ৬. মসজিদে শোরগোল হবে। ৭. সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নীচ ব্যক্তিকে নেতা বানানো হবে। ৮. অনিষ্টের ভয়ে মানুষকে সম্মান করা হবে। ৯. ব্যাপকভাবে মদ পান করা হবে। ১০. ব্যাপকভাবে রেশমি কাপড় পরিধান করা হবে। ১১. ঘরে নর্তকী ও গায়িকা রাখা হবে এবং বাদ্যযন্ত্র ও নাচ-গানের উপকরণকে যত্নসহকারে রাখা হবে। ১২. এ উম্মতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের ওপর অভিসম্পাত করবে।

রাসুল (সা.) এ আলামতগুলো বর্ণনা করে বলেন, এ আলামতগুলো যখন মুসলিম সমাজে দেখা দিবে তখন মসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়বে। এ আলামতগুলোর বেশির ভাগই আজ আমাদের সমাজে বিদ্যমান। আমাদের সমাজে এমন অনেক বিষয় আছে যা আমাদের জিম্মি করে ফেলেছে। নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি তুলে ধলা হলোঃ

মাদকঃ বর্তমান যুগে সত্যিই মদকে মদ মনে করা হয় না। বিভিন্ন নাটক-সিনেমায় মদকে অত্যন্ত হালকা করে প্রদর্শন করা হয়। বাবা-ছেলে একসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে মদ খাচ্ছে, এমন চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন পার্টিতে এখন মদ রাখা স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, সারা বছর মদ পান না করলেও কেউ কেউ বিভিন্ন দিবসে পার্টির নামে মদ পান করছে। প্রায় পত্রিকাগুলো খুললে রিপোর্ট পাওয়া যায়, আস্তে আস্তে নারীরাও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই মহামারি থেকে হেফাজত করুন।

সুদঃ সুদ তো আমাদের সমাজে এতটাই ব্যাপক হয়ে গেছে যে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে—সুদবিহীন অর্থনীতি চিন্তাই করা যায় না। সুদ ব্যবস্থা বন্ধ করতে গেলে অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম। (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫)

ঘুষ: যখন আমার উম্মত ঘুষকে গিফট ও উপহার বলে হালাল করবে...। কেউ কেউ ঘুষকে বলেন, স্পিড মানি। আজকাল ঘুষদাতা গিফট দিলাম বলে ঘুষ দিচ্ছে এবং ঘুষ গ্রহণকারী গিফট বলেই তা গ্রহণ করছে অথচ এটি ঘুষ। যখন আমার উম্মত জাকাতের মালকে ব্যবসার মাল রূপে গণ্য করবে তখন উম্মতের ওপর ধ্বংস নেমে আসবে। এ চারটি বিষয় আলোচ্য হাদিসে রাসুল (সা.) উল্লেখ করেছেন। এগুলো আজ আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

লোকজন গাড়িতে আরোহণ করে মসজিদে আসবে

এক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ফিতনার যুগে লোকেরা 'মায়াসির'-এর ওপর আরোহণ করে আসবে এবং মসজিদের দরজায় এসে নামবে। 'মায়াসির' আরবি শব্দ। মূল্যবান রেশমি কাপড়কে 'মায়াসির' বলা হয়। সে যুগে রাষ্ট্রীয় লোকেরা ঘোড়ার পিঠের গদির ওপর এটি ব্যবহার করত। আগের যুগে এটি কল্পনা করা কঠিন ছিল যে একজন মুসলমান মূল্যবান রেশমি কাপড়ে নির্মিত গদির ওপর আরোহণ করে কিভাবে মসজিদে আসবে? কিন্তু বর্তমানে নানা রকম মোটরগাড়ি আবিষ্কৃত হওয়ায় এটি বোঝা আমাদের জন্য সহজ হয়েছে। এখন লোকেরা দামিদামি গাড়িতে আরোহণ করে মসজিদের দরজায় এসে নামে।

অশ্লীল পোশাক পরা স্বাভাবিক বিষয় হবে

নারীরা পোশাক পরিহিত থাকবে অথচ এর পরও বস্ত্রহীন হবে। আগের যুগে এটি বোঝা অনেক কঠিন ছিল যে পোশাক পরা থেকেও কিভাবে বস্ত্রহীন হয়? কিন্তু আজকে আমরা এটি ঠিকই দেখছি; মেয়েরা এত পাতলা পোশাক পরিধান করে যে দেহের অঙ্গগুলো সবই বাইরে থেকে দেখা যায় কিংবা এত সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিধান করে যে দেহের অনেক অঙ্গই উন্মুক্ত থাকে কিংবা পোশাক এতটা টাইট পরিধান করে যে দেহের অঙ্গগুলো ফুটে থাকে।

মহিলাদের চুল হবে উটের কুঁজের ন্যায়

মহিলাদের চুল হবে উটের কুঁজের ন্যায়। রাসুল (সা.) এ ধরনের নারীদের অভিশাপ করেছেন। আগের যুগের আলেমরা এ হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পেরেশান হতেন যে চুল আবার উটের কুঁজের ন্যায় কিভাবে হয়? কারণ উটের কুঁজ অনেক উঁচু হয়, চুল কিভাবে এত উঁচু হবে? কিন্তু কল্পনাতীত অনেক বিষয়কে আজকের যুগ বাস্তব করে দেখিয়েছে। আজকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মেয়েরা চুলকে ফুঁলিয়ে উঁচু করে বাঁধে।

অপরাপর সম্প্রদায় মুসলমানদের গ্রাস করবে

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্র হবে। এক ব্যক্তি বললেন, সেদিন

আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভীরুতা ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! 'আল-ওয়াহ্‌ন' কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪২৯৭) বর্তমান পৃথিবীর চিত্র তেমনটাই মনে হচ্ছে।

ফিতনার যুগ : ফিতনা থেকে বাঁচব কীভাবে?

আমরা অনেক সময় বলি, বর্তমান যুগটি ফিতনার যুগ। কথাটা অবাস্তব নয়। ফিতনা যদিও সব যুগেই ছিল, কিন্তু নবী-যুগ থেকে দূরত্ব যত বাড়ছে ফিতনার অন্ধকারও ততই বাড়ছে। তাছাড়া বর্তমান যুগের ফিতনাসমূহের মুখোমুখীও যেহেতু তারাই হচ্ছি, যারা এ যুগের মানুষ; তাই স্বভাবতই সমকালীন ফিতনাসমূহই আমাদের মন-মস্তিষ্কে বেশি রেখাপাত করছে। ফিতনা কম হোক বা বেশি, সব যুগেই তা ছিল। কিয়ামতের আগে আরো যে কত ভয়াবহ ফিতনা প্রকাশিত হবে- তা হাদীস শরীফের মনোযোগী পাঠকের নিশ্চয়ই অজানা নয়। কাজেই ফিতনা ও তার বিস্তারে সন্ত্রস্ত না হয়ে প্রতিটি ফিতনাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা থেকে বাঁচার সঠিক পথটি বুঝে নিতে পারাই হচ্ছে প্রথম কাজ। এ হলে ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়।

উম্মতে মুসলিমার প্রতি আল্লাহ তাআলার অতি বড় দয়া যে, ফিতনা-ফাসাদের যুগেও সিরাতে মুসতাকীম কোনটি তা জানার ও বোঝার উপায় আছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শিক্ষাকে নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করেছেন, যার দ্বারা হক-বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যত রকমের ফিতনাই প্রকাশিত হোক- কুরআন-সুন্নাহয় আছে ঐ ফিতনার স্বরূপ ও তা থেকে মুক্তির যথার্থ পথনির্দেশ। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুক্তি ও সাফল্যের পথ পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহ্র নির্দেশনার প্রতি আস্থা ও সমর্পন থাকতে হবে। মন-মস্তিষ্ককে উন্মুক্ত করতে হবে এবং সত্যিকারের মুখাপেক্ষিতা নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র শরণাপন্ন হতে হবে। এ হলে আল্লাহ্র তাওফীকে সত্যকে বোঝা কঠিন হয় না। কঠিন সাধারণত তখনই হয় যখন এই সকল শর্ত পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া হয়।

এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি কিংবা জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধিজনিত অহংবোধ। এই অহংবোধের প্রকাশ কখনো কখনো দ্বীনী রুচি ও পন্থা-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ঘটে। দ্বীনী ইলমের ধারক-বাহকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে তো ঘটেই। অথচ একথা যেমন স্পষ্ট যে, কুরআন-সুন্নাহ্ই হচ্ছে দ্বীনের বিশ্বাস, রুচি ও বিধি-বিধানের উৎস তেমনি এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, কুরআন-সুন্নাহ্র সঠিক ও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হবে

আলিমদের নিকট থেকেই। কাজেই হক্কানী উলামা-সমাজের প্রতি অনাস্থা-অবজ্ঞার মনোভাব কুরআন-সুন্নাহ্র যথার্থ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনেক বড় কারণ।

এখানে যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, আলেম হওয়া মানে ফেরেশতা হওয়া নয়, মাসুম হওয়াও নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বাভাবিক দ্বীনী প্রজ্ঞার অভাবে দু'ধরনের প্রান্তিক মনোভাবই লক্ষ্য করা যায় : মুসলিমসমাজে ক্ষেত্রবিশেষে অতিভক্তি প্রবণতার যেমন অভাব নেই তেমনি ঢালাও অভিযোগ ও অবাস্তব সমীকরণেরও যেন কোনো শেষ নেই। জাগতিক ক্ষেত্রে অবশ্য এ ধরনের ঢালাও অভিযোগের প্রবণতা কম দেখা যায়। সব শ্রেণি-পেশার লোকদের মধ্যেই ভালো-মন্দ উভয় শ্রেণির লোক থাকলেও সেখানে কিন্তু আমরা ভালো ও যোগ্য লোকটিকে ঠিকই খুঁজে নিই। অন্তত খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করি; বরং খোঁজাখুঁজিটাকে জীবনযাত্রার সাধারণ নিয়মই মনে করি। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেন রাজ্যের অবসাদ এসে ভর করে। আর তাই খোঁজাখুঁজির কষ্টটুকু স্বীকার করার পরিবর্তে ঢালাও অভিযোগ দায়ের করে দায়মুক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এভাবে দুনিয়াতে বিবেকের দংশন থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া গেলেও আখিরাতে আল্লাহ তাআলার প্রশ্ন থেকে বাঁচা যাবে না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যোগ্য ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের সন্ধান অপরিহার্য। এখানে বিচার-বিবেচনাহীন অন্ধভক্তি যেমন ক্ষতিকর তেমনি ঢালাও অভিযোগ-প্রবণতাও। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমান মুসলিমসমাজে উভয় শ্রেণির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নানামুখী ফিতনার প্রসার ও বিস্তারের এটাও অন্যতম প্রধান কারণ।

এই ফিতনা-গ্রস্ততা থেকে মুক্তির জন্য দ্বীনী ইলমের পঠন-পাঠনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের যেমন কিছু করণীয় আছে তেমনি আছে সাধারণ মুসলিম, যারা আলিমদের নিকট থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করছেন তাদেরও। সাধারণ মুসলিম জনগণের কর্তব্য হচ্ছে, অহং ও শৈথিল্য উভয় প্রকারের মনোভাব ত্যাগ করে সঠিক দ্বীনী ইলমের অন্বেষণ ও অনুসরণে কৃতসংকল্প হওয়া এবং দ্বীনী ইলমে পারদর্শী মুত্তাকী ব্যক্তিত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া। হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাহচর্যের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ্র সঠিক ইলম অর্জন করে সে অনুযায়ী জীবন ও কর্মকে সজ্জিত করার চেষ্টা করা।

অন্যদিকে দ্বীনী শিক্ষার পঠন-পাঠনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে বক্তব্য ও লেখালেখির পাশাপাশি বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধি-বিধান পালনে আরো বেশি সচেতন হওয়া। অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে সন্তুষ্ট না থেকে একজন দাঈর যে পর্যায়ের ভালো অবস্থানে থাকা কাম্য ঐ অবস্থানের দৃষ্টান্ত আরো বেশি স্থাপনে সচেষ্ট হওয়া। নিঃসন্দেহে এই অবক্ষয়ের যুগেও দ্বীনের তালীম ও দাওয়াতের সাথে যারা জড়িত সামগ্রিক বিচারে তাদের অবস্থা অন্যদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু এই 'অপেক্ষাকৃত উন্নত' অবস্থায় সীমাবদ্ধ না থেকে সীরাতুন নবী ও সীরাতে সাহাবার মানদণ্ডে নিজেদের স্বভাব-চরিত্রকে বিচার করা। ইসলামী শরীয়তে যা কিছু গর্হিত ও বর্জনীয় তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকা।

কে না জানেন যে, খাস-আম সকল মুসলিমের যাঁরা আদর্শ সেই আম্বিয়ায়ে কেরাম, বিশেষত শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, করণীয়-বর্জনীয় উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন উম্মতের আদর্শ। যে আদর্শ তারা নিয়ে এসেছিলেন সেই আদর্শের শ্রেষ্ঠ ও প্রথম অনুসারী ছিলেন তাঁরাই। দাওয়াতের উপায় ও পন্থা নির্ধারণেও তাঁরাই আমাদের আদর্শ। তাদের অনুসরণের মধ্যেই আমাদের সাফল্য, দাওয়াতের সাফল্য। তাঁদের এই আদর্শ থেকে বিচ্যুতি শুধু দাঈর জন্যই আত্মঘাতী নয়, ইসলামী দাওয়াতের জন্যেও ক্ষতির কারণ। একইসাথে সর্বস্তরের জনগণের পক্ষে দাওয়াতকে তার প্রকৃতরূপে গ্রহণের পথেও বড় অন্তরায়। তাছাড়া ইসলামী দাওয়াতের বিপক্ষ শক্তির জন্যে ঢালাও অভিযোগ ও অন্যায় প্রচারণারও অনেক বড় ছুতা।

বর্তমান ফিতনার যুগে ইসলামের সঠিক শিক্ষার উপরে থাকতে হলে এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা সর্বস্তরের জনগণের সামনে স্পষ্ট ও বাধাহীনভাবে উপস্থাপন করতে হলে ইলমী-আমলী উভয় ক্ষেত্রে অগ্রসরতা ও অবিচলতার কোনো বিকল্প নেই। এককথায় দাঈ-মাদউ উভয় শ্রেণির মাঝে ইলম ও তাকওয়ার ব্যাপক চর্চাই হচ্ছে ফিতনার যুগে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার প্রধান উপায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বালা-মুসিবত

দুনিয়াতে মানুষের জীবন এক অবস্থায় থাকে না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আর এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য তেমনি সত্য জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও। এ জীবনে যেমন আসে সুখের পর দুঃখ, সুস্থতার পর অসুস্থতা তেমনি আবার আসে দুঃখের পরে সুখ এবং অসুস্থতার পরে সুস্থতা। সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতা আবার অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা। পরিবর্তনের এই চলমান ধারাই হল পার্থিব জীবন। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে। সুতরাং মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, এটা তার জন্য ফরয কর্তব্য। কিন্তু মানুষ বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, তাঁর অবাধ্য হয়। সে আল্লাহর শাস্তির কথা ভুলে গিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। স্রষ্টার প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে গিয়ে নিজেকে পৃথিবীতে শক্তিধর হিসাবে যাহির করার চেষ্টা করে। আর এই স্পর্ধা থেকে নানা অনাচার-পাপাচার করে পৃথিবীকে কলুষিত করে তোলে। ফলে তাদের উপরে নেমে আসে আল্লাহর আযাব-গযব হিসাবে নানা ধরনের বালা-মুছীবত। **জলে-স্থলে যত বিপর্যয়, বালা-মুসিবত, আজাব-গজব আপতিত হয়, এসবই মানুষের হাতের কামাই, কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,**

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

‘স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।’ [সুরা রুম : ৪১]

নিম্নে এসব বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হ’ল।-

বালা-মুছীবতের কারণ সমূহ :

বিভিন্ন কারণে মানুষের উপরে বালা-মুছীবত আপতিত হয়। তন্মধ্যে আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী, মানুষের উপরে যুলুম-নির্যাতন করা, অধিক পাপাচার করা ও সৎকাজের আদেশ কম করা, অবাধ্যতা ও অহংকার করা, মিথ্যাচার করা, আল্লাহ প্রদত্ত নে‘মতের অস্বীকৃতি, দুনিয়াবী বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও কৃপণতা, রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, ছালাত পরিত্যাগ করা, যাকাত অস্বীকার করা, জিহাদ পরিত্যাগ করা, অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, সূদ-ঘুষ আদান-প্রদান করা বা হারাম ভক্ষণ করা, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়ছালা না করা ইত্যাদি কারণে মানুষের উপরে বালা-মুছীবত নেমে আসে।

সাইয়িদুনা আলি ইবনু আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন আমার উম্মত ১৫টি অপকর্মে লিপ্ত হবে, তখন তাদের ওপর বিভিন্ন বালা-মুসিবত, আজাব-গজব আসতে শুরু করবে। কাজগুলো হলো :

১. যখন গনিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করবে,

২. আমানতের সম্পদ পরিণত হবে ব্যক্তিগত সম্পদে,

৩. জাকাত আদায় করাকে জরিমানা মনে করা হবে,

৪. স্বামী স্ত্রীর বাধ্য হবে,

৫. সন্তান মায়ের অবাধ্য হবে,

৬. মা-বাবার পরিবর্তে বন্ধুবান্ধবকে সম্মান করা হবে,

৭. বাবার প্রতি জুলুম করা হবে,

৮. নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের নেতা বানানো হবে,

৯. কোনো ব্যক্তিকে সম্মান করা হবে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য,

১০. মসজিদে উচ্চস্বরে হট্টগোল করা হবে,

১১. পুরুষ লোকেরা রেশমি (সিল্কি) কাপড় পরবে,

১২. প্রকাশ্যে মদপান করা হবে,

১৩. বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হবে,

১৪. গায়িকা তৈরি হবে।

১৫. উম্মতের পূর্ববর্তী মহামনীষীদের প্রতি অভিসম্পাত করবে পরবর্তীরা

এসব কাজ যখন জমিনে শুরু হবে, তখন তোমরা অগ্নিবর্ষী প্রবল ঝড়, ভূমিকম্প ও কদাকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়ার অপেক্ষা করবে। [তিরমিজি, *আসসুনান*: ২২১১]

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ

মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চললে তাদের উপরে আল্লাহর আযাব-গযব হিসাবে বালা-মুছীবত নেমে আসবে না। বালা-মুছীবত যাতে না আসে সেজন্য কিছু করণীয় আছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।–

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয়

খ. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয়।

ক. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয়

১. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা : আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা বালা-মুছীবত থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আববাস (রাঃ)-কে বলেন,

يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

'হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি তোমার সামনে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হ'লে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হ'লে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহ'লে তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি তারা সকলে তোমার ক্ষতি করার জন্য সমবেত হয়, তাহ'লে তারা তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। [১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ وَاحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، وَتَعَرَّفْ اِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، 'তুমি আল্লাহর বিধান

হেফাযত কর আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর বিধান হেফাযত কর আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখ, বিপদের সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণে রাখবেন'। [২]

২. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : সচ্চরিত্র মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضى الله عنها فَقَالَ زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. 'অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়ায়লিদের নিকটে এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। অতঃপর তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হল। এমনকি তাঁর শংকা দূর হ'ল। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটে ঘটনা জানিয়ে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, 'কখনোই না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন'। [৩]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَعْنَى كَلَامِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّكَ لَا يُصِيبُكَ مَكْرُوهٌ لِمَا جَعَلَ اللهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبُ السَّلَامَةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوْءِ، 'বিদ্বানগণ বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর কথার অর্থ হচ্ছে, আপনার উপরে কোন কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় কিছু আপতিত হবে না। কেননা আল্লাহ আপনার মধ্যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলী দান করেছেন। যেগুলি তিনি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম চরিত্র ও সৎ স্বভাব ধ্বংস-যজ্ঞ বা বিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করে'। [৪]

ইমাম কিরমানী (রহঃ) বলেন, وفيه أن خصال الخير سببٌ للسلامة من مَصارِع السوء، والمكارم سببٌ لدفع المكاره،

'আর এতে (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা লাভের উপায়। সচ্চরিত্র কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় বিষয় প্রতিরোধের উপায়'। [৫]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন, فِيهِ أَنَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاق وخصال الْخَيْر سَبَب للسلامة من مصَارِع الشَّرّ والمكاره فَمن كثر خَيره حسنت عاقبته ورجى لَهُ سَلامَة الدِّيْن وَالدُّنْيَا، 'এতে (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম। অতএব যার সৎকর্ম বেশী তার পরিণতি সুন্দর হবে। আর তার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তার আশা করা যায়'। [৬]

৩. তওবা ও ইস্তেগফার করা : পরীক্ষা ও বিপদে পতিত হওয়া গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম। তবে শর্ত হ'ল ঐ পরীক্ষা ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তার জন্য ছওয়াবের আশা পোষণ করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর নিকটে তওবা করতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষের গোনাহের কারণেই বিপদ-মুছীবত আপতিত হয় এবং তওবা ব্যতীত তা দূরীভূত হয় না। সুতরাং মানুষকে বেশী বেশী তওবা করতে হবে। দুনিয়াতে আমরা যে বিপদে-আপদে পতিত হই, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য বা সেগুলো হালকা হওয়ার জন্য মুছীবত দূরীভূত হওয়ার উপায়সমূহ অবলম্বন করা উচিত।

আল্লাহ বান্দাকে তওবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তওবা কর' (তাহরীম ৬৬/৮)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট গুনাহ মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো' (হূদ ১১/৯০)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' (নূর ২৪/৩১)। তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ- 'অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি (হে মুহাম্মাদ) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে' *(আনফাল ৮/৩৩)*।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ- 'যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হ'তে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হ'তে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন এমন স্থান হ'তে যা সে কখনো কল্পনা করে না'। [৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বলল, أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ- (আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকটে তওবাকারী) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হ'তে পলায়ণ করে থাকে'। [৮]

৪. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা : তাক্বওয়া হচ্ছে সকল আমল সংশোধনের উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ'লে তিনি

তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ- 'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার (মুক্তির) পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হ'তে রিযক দান করবেন' (তালাক ৬৫/২-৩)। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাকে ইহকালীন ও পরকালীন সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিবেন। [৯]

আল্লাহভীতি অর্জন করলে দুনিয়াবী বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ، وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ، 'আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমরা তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ। আমরা উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত' (হা-মীম আস-সাজদা ৪১/১৭-১৮)।

অর্থাৎ তাদের পরে উল্লিখিতদের কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং তারা কোন ক্ষতির শিকার হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নবী ছালেহ (আঃ)-এর সাথে রক্ষা করেছেন তাদের ঈমান ও আল্লাহভীতির কারণে। [১০] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا- 'আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব' (মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)।

৫. খাদ্য-পানীয়ের পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা :

খাদ্য ও পানপাত্র সমূহ ঢেকে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা এতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, غَطُّوْا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. 'খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখো এবং মশক বন্ধ রাখো। কেননা বছরে এমন এক রাত্রি আছে, যে রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুছীবত নাযিল হয়। ঐসব বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান-পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, ফলে তা তার মধ্যে প্রবেশ করে'। [১১]

৬. বিভিন্ন দো'আ করা :

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য ঐসব নাযিল হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে পঠিতব্য নানা রকম দো'আ রাসূল (ছাঃ) শিখিয়েছেন। সেগুলি নিয়মিত পাঠ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ. 'যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দো'আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দো'আকে আবশ্যিক করে নাও'। [১২]

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো'আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِىَ. 'যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে, অর্থ : 'আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বসত্তই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী' সকাল হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না'। [13]

দো'আ ইউনুস বেশী বেশী পাঠ করা : মহান আল্লাহ বলেন, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ، 'আর স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপর কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘণ অন্ধকারের মধ্যে আহবান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ. 'যুন-নূন ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকাকালে যে দো'আ করেছিলেন তা হ'ল- *'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয়ই যালিমদের দলভুক্ত' (আম্বিয়া ২১/৮৭)*। যে কোন মুসলিম কোন বিষয়ে কখনো এর মাধ্যমে দো'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করেন'। [14]

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার দো'আ : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِى اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِى وَآمِنْ رَوْعَاتِىْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِى وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ،

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যায় এসব দো‘আ করা পরিত্যাগ করতেন না- ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদ বিষয়ে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন ব্যাপারগুলো গোপন রাখো। ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ হ’তে, পশ্চাতের বিপদ হ’তে, ডানের বিপদ হ’তে, বামের বিপদ হ’তে, আর ঊর্ধ্বদেশের গযব হ’তে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হ’তে আগত বিপদে আকস্মিক মৃত্যু হ’তে’।

[15]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ. ‘নবী করীম (ছাঃ) বালা-মুছীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া, ভাগ্যের অশুভ পরিণতি এবং দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেন’। [16]

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দো‘আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ- ‘যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, *বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’*তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ, রক্ষা পেয়েছ ও নিরাপত্তা লাভ করেছ। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে, যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে’। [17]

খ. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয় :

বিপদাপদ ও বালা-মুছীবত নাযিল হ’লে কিছু করণীয় রয়েছে, যা করলে মানুষ ঐসব থেকে রক্ষা পেতে পারে। নিম্নে সে করণীয়গুলো উল্লেখ করা হ’ল।-

১. বেশী বেশী ইবাদত করা : বিপদ আসলে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী করা উচিত। যাতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে আপতিত বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوْا اللهَ وَكَبِّرُوْا، وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا. ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ

ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দো‘আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বাহ করবে’। [18]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, قَالَ الطِّيبِيُّ أُمِرُوْا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلاَءِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ، ‘ত্বীবী বলেন, বালা-মুছীবত প্রতিরোধের জন্য যিকর, দো‘আ, ছালাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে’। [19]

হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. ‘নবী করীম (ছাঃ) চন্দ্রগ্রহণের সময় ছালাত, দাসমুক্তি, বেশী বেশী যিকর ও দান-ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এসব কাজ বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের মাধ্যম’। [20]

ক. নফল ছালাত আদায় করা : বালা-মুছীবত আসলে নফল ছালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে তা থেকে রক্ষার জন্য দো‘আ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ، ‘সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ হ’ল দু’টি নিদর্শন, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন ভীত অবস্থায় ছালাতের দিকে আসবে’। [21]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তিনজন শিশু ব্যতীত কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (আঃ), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে জুরাইজ নামে ডাকা হ’ত। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না ছালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট এক মহিলা আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর মহিলা একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হ’ল এটি কার থেকে? মহিলা বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি-গালাজ করল। তখন জুরাইজ ওযূ করে ছালাত আদায় করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, ঐ রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না, তবে মাটি দিয়ে’। [22]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হ'ল যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই-বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হ'ল।

সারা ওযূ করে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হ'তে আমার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফেরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে লোকেরা বলবে, মহিলাটি একে হত্যা করেছে। তখন সে জ্ঞান ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকটে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর।

সারাহ ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদীকে হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে? [23]

খ. তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা : আবূ উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ. 'তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণগণের অভ্যাস, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক'। [24]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ، 'আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (১ম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে

তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'। [25] সুতরাং এসময়ে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে বালা-মুছীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা থেকে মুক্তি দিবেন।

গ. যিকর করা : যিকর করা আল্লাহর করুণা লাভের মাধ্যম। তাই বালা-মুছীবত আসলে বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করার মাধ্যমে তাঁর রহমত লাভের চেষ্টা করা উচিত। যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বান্দাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ، 'নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহর (যিকর) স্মরণ করবে'। [26]

ঘ. ছাদাক্বাহ করা : জান-মালের উপরে বিপদাপদ ও আল্লাহর অসন্তোষ থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হচ্ছে দান-ছাদাক্বাহ করা। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতীব নিকটবর্তী' *(আ'রাফ ৭/৫৬)*। তিনি আরো বলেন, مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ، 'বসত্ততঃ সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবা ৯/৯১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ- 'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'। [27]

তিনি আরো বলেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ- 'গোপন দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।[28]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. 'দান-ছাদাক্বার অত্যাশ্চর্য প্রভাব রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বালা-মুছীবত প্রতিরোধে। যদিও সে (দানকারী) পাপী, অত্যাচারী, এমনকি ছোট-খাট কুফরীকারী হয়। আল্লাহ তা'আলা দানের দ্বারা দানকারী থেকে নানা ধরনের বালা-মুছীবত প্রতিহত করেন, যা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সকল মানুষের জানা বিষয়। দুনিয়াবাসী এর দ্বারা স্থায়ীত্ব লাভ করে। কেননা তারা তা দ্বারা পরীক্ষিত'। [29]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْعَذَابَ وَأَنَّهَا قَدْ تُكَفِّرُ الذُّنُوْبَ، ‘নিশ্চয়ই ছাদাক্বা আযাব প্রতিরোধ করে এবং তা গোনাহ মিটিয়ে দেয়’। [30]

২. বেশী বেশী নেক আমল বা সৎকাজ করা : আমলে ছালেহের মাধ্যমে আপতিত বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ وَالآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الآخِرَةِ، ‘সৎকর্ম করা বালা-মুছীবত, বিপদাপদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষার মাধ্যম। আর দুনিয়াতে যিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত, আখিরাতে তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে’। [31]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَمِنْ أَعْظَمِ عِلَاجَاتِ الْمَرَضِ فِعْلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ وَالِابْتِهَالُ إِلَى اللهِ وَالتَّوْبَةُ وَلِهَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِيْرٌ فِيْ دَفْعِ الْعِلَلِ وَحُصُوْلِ الشِّفَاءِ، ‘আর রোগ থেকে আরোগ্যের বড় প্রতিষেধক হ’ল সৎকাজ করা, দান-ছাদাক্বা করা, যিকর-আযকার ও দো‘আ করা, কাকুতি-মিনতি করা এবং বিনীত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করা। রোগ প্রতিরোধে এবং আরোগ্য লাভে এসব কাজের প্রভাব রয়েছে’। [32]

৩. আল্লাহর নিকটে বিনীতভাবে দো‘আ করা : আযাব-গযব ও বিপদাপদ থেকে রক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর নিকটে বিনীতভাবে দো‘আ করা। কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁর নিকটে পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং তাঁর সন্তোষ কামনা করা। তাহ’লে আল্লাহ দো‘আ কবুল করবেন এবং পাপীদেরকে ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ، فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ،

‘আমরা তোমার পূর্বেকার সম্প্রদায় সমূহের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। যাতে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হ’ল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলিকে তাদের নিকটে সুশোভিত করে দেখালো’ *(আন‘আম ৬/৪২-৪৩)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ، ‘কোন জনপদে যখন আমরা কোন নবী পাঠাই, তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে (পরীক্ষা করার জন্য) নানাবিধ কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত করি। যাতে তারা অনুগত হয়’ *(আ‘রাফ ৭/৯৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টোর গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে এবং দো'আ করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম (ছাঃ) এ কারণেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে পরস্পর বলাবলি করছিল'। [33]

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য নিম্নোক্ত দো'আগুলো পড়া যায়।

ক. দো'আ ইউনুস পড়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ أَوْ بَلاءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا دَعَا بِهِ فَفُرِّجَ عَنْهُ دُعَاءُ ذِيْ النُّوْنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، 'আমি তোমাদেরকে এমন কোন বিষয়ের সংবাদ দিব যে, তোমাদের কারো উপরে যখন দুনিয়াবী কোন কষ্ট-ক্লেশ অথবা বালা-মুছীবত নাযিল হয়, তখন তার মাধ্যমে দো'আ করলে তা দূরীভূত হয়। তাহ'ল মাছ ওয়ালা ইউনুস (আঃ)-এর দো'আ- *'লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাক ইন্নী কুনতু মিনায যলেমীন'*। [34]

খ. اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ. *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বা-ম'*। (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ এবং সব ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে)। [35]

গ. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি)। [36]

৪. আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা : আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করলে আল্লাহ খুশি হন এবং ক্রন্দনকারীকে রক্ষা করেন। যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا، 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১৭/১০৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর পথের ধূলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না'। [37] তিনি আরো বলেন, عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللهِ. 'দুই প্রকার চক্ষুকে

জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়'। [38] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে রাতে ইবাদত করে আর যে রাতে ইবাদত করে সে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ দামী। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ হচ্ছে জান্নাত'। [39]

৫. আক্রান্ত এলাকায় গমন না করা : যে এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, সেখানে গমন করতে রাসুল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. 'তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছ, তখন সে স্থান হ'তে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ো না'। [40]

পরিশেষে বলব, উপরোক্ত নির্দেশনা সমূহ পালনের মাধ্যমে আমরা বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। আর বালা-মুছীবত আপতিত হয়ে গেলে সৎকর্ম, তওবা-এস্তেগফার ও দো'আর মাধ্যমে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বালা-মুছীবত থেকে বিশেষ করে চলমান করোনা মহামারী থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

তথ্যসূত্র :

https://www.porhejgar.com/2023/03/fitna-fasad.html

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/63463.details

https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/03/07/882706

https://www.alkawsar.com/bn/article/2528/

[1]. তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৬-৩১৮।

[2]. হাকেম হা/৬৩০৩; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৫, সনদ ছহীহ।

[3]. বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।

[4]. নববী, শরহু মুসলিম, ২/২০২।

[5]. শরহুল কিরমানী আলা ছহীহিল বুখারী, ১ম খন্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া), পৃঃ ২০৬।

[6]. বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহু ছহীহিল বুখারী, (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী), ১/৬৩ পৃঃ।

[7]. আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯।

[8]. তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৫৩।

[9]. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১৪৬; কুরতুবী ১৮/১৫৯; ফাতহুল কাদীর ৭/২৪৩।

[10]. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭/১৬৯ পৃঃ, সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

[11]. মুসলিম হা/২০১৪; মিশকাত হা/৪২৯৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৭; ইরওয়া হা/৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৬০৮।

[12]. তিরমিযী হা/৩৫৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৪; মিশকাত হা/২২৩৯।

[13]. আবূদাউদ হা/৫০৮৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/২৩৯১।

[14]. তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৮৩।

[15]. আহমাদ হা/৪৭৮৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২০০, সনদ ছহীহ।

[16]. বুখারী হা/৬৩৪৭, ৬৬১৬; মুসলিম হা/২৭০৭; মিশকাত হা/২৪৫৭।

[17]. আবূদাউদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৫।

[18]. বুখারী হা/১০৪৪; নাসাঈ হা/১৫০০; মিশকাত হা/১৪৮৩।

[19]. ফৎহুল বারী, ২/৫৩১ পৃঃ; উমদাতুল ক্বারী, ৭/৭১ পৃঃ; মির'আত ৫/১৪৮ পৃঃ।

[20]. ইবনুল কায়্যেম, আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃঃ), ১/১৪২ পৃঃ।

[21]. বুখারী হা/১০৫২; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৪।

[22]. বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০।

[23]. বুখারী হা/২২১৭, ২৬৩৫, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ৫০৮৪, ৬৯৫০।

[24]. তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭; ছহীহুল জামে' হা/৪০৭৯; ইরওয়া হা/৪৫২।

[25]. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।

[26]. বুখারী হা/১০৫৮।

[27]. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪।

[28]. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।

[29]. আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কালিমিত তাইয়েব, ১/৩১ পৃঃ।

[30]. ফৎহুল বারী, ১/৪০৬।

[31]. ত্বাবারানী, আল-আওসাত; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৯৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৯০।

[32]. ইবনু কায়্যেম, যাদুল মা'আদ, ৪/১২৪।

[33]. বুখারী হা/১০৬৩, ১০৪০; মিশকাত হা/১৪৮৩।

[34]. ছহীহুল জামে' হা/২৬০৫; ছহীহাহ হা/১৭৪৪।

[35]. আবুদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০।

[36]. মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২।

[37]. তিরমিযী হা/১৬৩৩, ২৩১১; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৭৮।

[38]. তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯; ছহীহুল জামে' হা/৪১১৩।

[39]. তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭৮৭।

[40]. বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮।

সমাপ্ত